দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ NOV. 02 1999
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

সংস্কারের অভাবে চাটখিলের ভাওর ভীমপুর প্রাইমারী স্কুল ভবন ধসে পড়ার আশঙ্কা

চাটখিল, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ চাটখিল থানাধীন ভাওর ভীমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থানা শিক্ষা অফিসার পরিদর্শন করে শ্রেণী পরিচালনা নিরাপদ নহে মন্তব্য করার পরেও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালিত হলেও কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়টির ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করছে। উক্ত বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩৫১ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত। ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত উক্ত বিদ্যালয় গৃহটি ১৯৬৩ সালে পাকা ভবনে উন্নীত হয়। কাল পরিক্রমায় দালানের ছাদে দেখা দেয় ফাটল এবং খসে পড়তে থাকে আস্তর। কয়েক বছর থেকে ছাদ চুইয়ে, কয়েকটি কক্ষে পানি পড়ে শ্রেণীকার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটলেও বর্তমানে বৃষ্টির দিনে কার্যক্রম পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফাটল দেখা দেয়ায় ছাদের অর্ধেক ভেঙে নির্মাণ করা হয় টিনের চালা। কাঠ নষ্ট এবং টিন ছিদ্র হয়ে ফুটো চালায় বৃষ্টি পড়ায় ছাত্র-শিক্ষকদের দুর্ভোগ চরমে পৌছেছে। এ প্রতিবেদক সরেজমিনে ছাত্র শিক্ষকদের অবর্ণনীয় দুরবস্থা এবং শংকা প্রত্যক্ষ করেছেন। একটি কক্ষের ফ্লোর ফেটে দেবে যাওয়া, শ্রেণীকক্ষে অস্বাস্থকর পরিবেশ বিরাজ করা, স্কুল মাঠে বছরের অধিকাংশ সময়ে পানিবদ্ধতা, বর্ষাকালে হাঁটু পানি বিরাজ করায় আসবাবপত্র নষ্ট হওয়া ছাড়াও সহপাঠ্যক্রম কার্যাবলী ব্যাহত হচ্ছে। মাঠের পরিবর্তে শ্রেণীকক্ষে সমাবেশ করতে হচ্ছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধুলার কোন রকম সুযোগ পাচ্ছে না। মাঠে হাঁটু পানি বিদ্যমান থাকায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের পানি ভেঙে ল্যাট্রিনে আসা-যাওয়া করতে হয়। চাটখিল থানা শিক্ষা অফিসার ১১ জুলাই ৯৯ উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন করে পরিদর্শন মন্তব্যে 'শ্রেণী পরিচালনা নিরাপদ নহে'– লেখার পরেও বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের দফতরে ১৯-৭-৯৯ কাগজপত্র গ্রহণ করা হলেও এ যাবত কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। মাঠ ভরাটের ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীরা থানা নির্বাহী অফিসার বরাবরে আবেদন জানিয়েছে বলে জানা গেছে। ছাদ ধসে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আগে জরুরী ভিত্তিতে উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।